পলিসি ব্রিফ
৬৪ / ২০১৭

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি):
পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত কার্যক্রমে মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস নিরীক্ষণ ও সংস্কার, পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তকের কার্যকরতা যাচাই এবং মূল্যায়ন, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রী মুদ্রণ, বাঁধাই, পরিবহন, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরবরাহ এবং প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এনসিটিবি'র কার্যক্রম বিভিন্ন কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে অনেক ভুল, মানহীন বই, নির্দিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয় গণমাধ্যমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং শিক্ষাখাতে সুশাসন টিআইবি'র গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অন্যতম প্রাধান্যের ক্ষেত্র বিবেচনায় এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পাদন করে যা ২০১৭ সালের ১৩ নভেম্বর প্রকাশ করা হয়। এই গবেষণার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য বর্তমান পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

সুশাসনের চ্যালেঞ্জ
আইন ও নীতিমালা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত আইন ও নীতি পর্যালোচনা করে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। যেমন, শিক্ষাক্রম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কোনো নীতিমালার উল্লেখ নেই, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বিষয়ক দিক নির্দেশনার ঘাটতি রয়েছে, 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩'-এর কোনো বিধিমালা নেই, জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি) এবং শিক্ষাক্রম কমিটির (কারিকুলাম কমিটি) উল্লেখ নেই, সিলেবাস কমিটি ও টেক্সট বুক কমিটির সদস্যদের মেয়াদের উল্লেখ নেই, এবং আইনের বিভিন্ন ধারার সুযোগে এনসিটিবি'র ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি বিদ্যমান।

সুপারিশ

১. প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে এনসিটিবি'কে স্বাধীন কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা পাঠ্যবই রচনা, সংকলন, সম্পাদনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নীতি প্রণয়নে কাজ করবে।

২. উক্ত কমিশন গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যারা তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই কমিশন গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করবেন।

৩. স্বাধীন কমিশন গঠন হওয়ার আগ পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সংশোধন করতে হবে যেখানে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

- এনসিটিবি'র কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বন্ধ করতে হবে;
- এনসিসিসি ও কারিকুলাম কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যক্রম, যোগ্যতা সুনির্দিষ্টভাবে নিধারণ করতে হবে; একইভাবে সিলেবাস ও টেক্সট বুক কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা ও মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে;
- পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বিষয়ক দিক-নির্দেশনা নির্ধারণ করতে হবে;

৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৫. শিক্ষাক্রম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

এনসিটিবি বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে দায়িত্ব পালন করার কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে না। সক্ষমতা ও পেশাগত দক্ষতার এই ঘাটতি সত্ত্বেও প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক বই বছরের প্রথমদিন সারাদেশের ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এনসিটিবিতে বিশেষজ্ঞ ও জনবলের ঘাটতির সাথে সাথে কারিগরি দক্ষতার ঘাটতিও রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়-এনসিটিবি ও লেখক-সম্পাদক সমন্বয়ে ঘাটতি রয়েছে। পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে সময়মতো এবং মানসম্মত পাঠ্যবই সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।

সুপারিশ

৬. পাঠ্যক্রম প্রকাশ/ উন্মুক্ত করতে হবে ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৭. শিক্ষা বিষয়ক ও শিক্ষাক্রমের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এনসিটিবি'র বোর্ডে (বিশেষকরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য) সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।

৮. বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে যথাযথ যোগ্য ব্যক্তিদের এনসিটিবিতে পদায়ন করতে হবে।

৯. সব তদন্ত প্রতিবেদন (প্রণয়ন ও প্রকাশনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

শুদ্ধাচার সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

পাঠ্যবই প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়মের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এনসিটিবি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে না পারায় তাদের একাংশ বিভিন্ন রকম অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে এনসিটিবি তার পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় কাঙ্ক্ষিত মানের কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

সুপারিশ

১০. প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের জন্য সম্পাদক, সংকলক ও লেখকের সাথে এনসিটিবি'র চুক্তির প্রবর্তন করতে হবে। চুক্তিতে কর্মপরিধি, গুণগত মান, সম্মানীর মাপকাঠি ও পরিমাণ, কাজের মেয়াদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

১১. পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ এবং পাঠ্যবই লেখায় দক্ষতাসম্পন্ন লেখকদের নিয়োগ দিতে হবে।

১২. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনার প্রত্যেক ধাপ যথাযথভাবে নথিভুক্ত করতে হবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য ই-টেন্ডারিং প্রচলন করতে হবে।

১৪. মুদ্রণ তদারকির সাথে জড়িত এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদের কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে।

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এনসিটিবি'র কর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে, এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৬. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় অনিয়মের সাথে জড়িত এনসিটিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে এবং তাদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh